ISSN 2231 - 461X ABAHAMAN Vol. 11-12 No. 13-14 January - June, July - December, 2021-22
(A Research Oriented)
Historical Reviewed Journal

আবহমান

ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা

(অন্তর্শৃঙ্খলা সমন্বিত ষাণ্মাসিক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত জার্নাল)

সম্পাদনা
ড. অনিল কুমার সরকার
ড. মানবেন্দ্র নস্কর

করপাস রিসার্চ ইনস্টিটিউট

Scanned with CamScanner

ISSN: 2231-461X ABAHAMAN

আ ব হ মা ন

(মানববিদ্যার অন্তর্শৃঙ্খলা সমন্বিত ষাণ্মাষিক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত পত্রিকা)

জানুয়ারী-জুন / জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১-২০২২
বর্ষ- ১১-১২
যুগ্ম সংখ্যা ১৩-১৪

সম্পাদক
ড. অনীল সরকার
ড. মানবেন্দ্র নস্কর

করপাস রিসার্চ ইনস্টিটিউট
২৮/১/সি, গড়িয়াহাট রোড
কোলকাতা- ৭০০০০৬৮
(মধুসূদন মঞ্চের সন্নিকট, ঢাকুরিয়া ব্রিজ)
যোগাযোগ :
৯৮৩০২৭৫১০৬

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

বিষ্ণুপুর ঘরানা/৬
চিত্তব্রত পালিত

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের (১৯৭১) অর্থনৈতিক শেকড় সন্ধানে : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা/৮
ডঃ সুভাষ চন্দ্র সেন

গবেষণার প্রথম কথা ও গবেষক/২৫
ড. শঙ্কর কুমার দাস

বঙ্গের এক বিস্মৃত রমণী : হেমলতা দেবী ও দার্জিলিং/৩১
রাহুল কুমার দেব

জাতিতত্ত্বের আলোকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উৎপত্তি- একটি মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ/৩৬
কৃষ্ণকান্ত ঢালী

দুই বিশ্বনাগরিক এবং তাঁদের শিক্ষা ভাবনা : পারস্পরিকতা ও প্রতিতুলনায় রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই/৪৫
অরুণ কুমার গিরি

গঙ্গারিডি অনুসন্ধান ও সুন্দরবন/৫৬
বাবলু নস্কর

ঠাকুর জমিদার বনাম কাঙাল হরিনাথ— এক ঐতিহাসিক সঙ্ঘাত/৬৪
ড.বিপ্লব সরকার

তাঁত শিল্প ও শিল্পকর্মী : প্রসঙ্গ অষ্টাদশ শতকের মুর্শিদাবাদ জেলা/৭৪
অত্রিয়া সরকার

হাতির দাঁতের শিল্প ও মুর্শিদাবাদ জেলা একটি পর্যালোচনা/৮০
ড. অজিত রবি দাস

Scanned with CamScanner

তাঁত শিল্প ও শিল্পকর্মী : প্রসঙ্গ অষ্টাদশ শতকের মুর্শিদাবাদ জেলা

অত্রিয়া সরকার
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায মায়াং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা
মগধাশ্চের পাদান্যান্যন্যা অকর্মভিতো বিবিস্র" ইতি।
ঐতরেয় আরণ্যক

বৈদিক কাল থেকেই এই বঙ্গভূমির অস্তিত্বের বিষয়ে জানা যায়। যে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ সোনার বাংলা নামে পরিচিত, বঙ্গই তার প্রধান অংশ ছিল। তার সন্নিহিত পুণ্ড্র, অঙ্গ প্রজাতির কিছু অংশ এর সাথে মিলিত হয়েছিল। যার উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায়- ও বঙ্গ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে— "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ"।[১] বৈদেশিক বিবরণের মধ্যে যেমন গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় বঙ্গরাজ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও গাঙ্গারিডি বা গণকরের উল্লেখ আছে। এই গাঙ্গারিডি বাগনকর দেশ গঙ্গার পশ্চিমে ব-দ্বীপের শীর্ষভাগে অবস্থিত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর উপবিভাগে এখনও গঙ্গারিডি ও গনকর নামে দুটি গ্রাম বর্তমান আছে।[২] টলেমি, মেগাস্থিনিস প্রমুখদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গ্রিকদের কাছে সোনার বাংলা তথা বঙ্গ যথেষ্ট পরিচিত স্থান ছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপে রোমান সভ্যতা যখন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করে তখন এই প্রাচ্যদেশ তথা বঙ্গের পণ্যদ্রব্য রোমের বিলাস ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে উঠেছিল বলে জানা যায়। রোমান বণিকগণের আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে যে সকল মসলিন, রেশম ও রেশমীবস্ত্র আমদানি করত তার অধিকাংশটাই বঙ্গদেশ থেকে সংগৃহীত করা হত। রোমান মহিলারা সেই সমস্ত সুচিক্ন মসলিনের অন্তরালে থেকে নিজেদের দেহ-সৌষ্ঠব প্রকাশ করতেন। প্রসিদ্ধ রোমান লেখক প্লিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রামের কথাও উল্লেখ করেছেন।[৩] ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ১৫৮৬ খ্রি. প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ বঙ্গদেশের উপস্থিত হন। তিনি বাংলার বহু স্থানে কার্পাস, কার্পাস বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্রের প্রাচুর্যের বিষয় উল্লেখ করেছিলেন।

এর মধ্যে অন্যতম প্রধান হল মুর্শিদাবাদ জেলা। মুর্শিদাবাদ জেলার শিল্পের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। দীর্ঘসময় এই জেলা ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান পতন এই জেলার শিল্পচর্চাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লব শ্রমনির্ভর দেশীয় তাঁত শিল্পকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। শৈল্পিক উৎকর্ষের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দাম। পাশাপাশি জেলা অঞ্চলের অবনগরায়নের ধাক্কায় অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অবস্থার অবনতিও জেলার শিল্পচর্চাকে চরম আঘাতপ্রাপ্ত করেছিল। যন্ত্রনির্ভর শিল্পদ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতায় শ্রমনির্ভর শিল্পদ্রব্য পদে পদে পর্যুদস্ত হয় ও দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়।[৪]

Scanned with CamScanner

এদেশে তুলা এত বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হত যে প্রচুর পরিমাণে তুলা দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করা হত। এছাড়া রেশম ও রেশমীবস্ত্রও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই তাঁত বস্ত্র প্রস্তুত ও সূচিকার্য সুন্দরভাবে সম্পাদন করত। বাংলা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার বস্ত্রশিল্পের আলোচনা করতে গেলে তাঁতিও অন্যান্য কারিগর যারা তাঁত শিল্প বা বস্ত্রশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত তাদের কথা অবশ্যই উঠে আসে। এরাই জেলার বস্ত্রশিল্পের প্রধান স্তম্ভ ছিল। তাদের অসাধারণ কারিগরী দক্ষতা ও নৈপুণ্যতা দেখে শুধু বিদেশি পর্যটকরাই নন, বিভিন্ন ইউরোপীয় পর্যটকরাও সম্মোহিত হয়েছেন। শুধু তাঁতীরাই নয়, সুতো কাটুনি থেকে ধোপা, নারদিয়া, রিফুগার, কাসিদার, দর্জি সবাই মিলে তাদের অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে তৎকালীন জেলার বস্ত্রশিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে গিয়েছিল।[৫] কিন্তু জেলার বস্ত্রশিল্পের পাশাপাশি এই সব শিল্পীরাও আজ লুপ্তপ্রায়। এর কারণ খুঁজতে গেলে বিষয়টিকে কয়েকটি ধাপে আলোচনা করতে হবে।

বলা হয়, যেদিন থেকে ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে বাঙালির মাথায় আঘাত হানল, সেই দিন থেকে সোনার বাংলা চূর্ণবিচূর্ণ হতে লাগল। এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখে নেব বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের তাঁতী ও কারিগরদের কতটা স্বাধীনতা ছিল। তাঁতীদের বেশিরভাগ অংশটাই বসবাস করত মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। তাদের বেশিরভাগই বণিক, দালাল, পাইকার, মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে কাপড় বুনত। সাধারণভাবে মনে হতে পারে অশিক্ষিত বা কমশিক্ষিত তাঁতীদের পক্ষে বাজারের হালহকিকত্ সম্বন্ধে খুব একটা ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে পণ্যদ্রব্যের দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা ক্রেতাদের কাছে নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হত। কিন্তু এর বিপক্ষে যুক্তিই বেশি পাওয়া গেছে। ১৭২১ এ কোম্পানির কোর্ট অব্ ডিরেক্টর লিখেছেন যে, বাংলার তাঁতীরা এতই বুদ্ধিমান ছিল যে, তারা যে কোনো রকম কাপড় দেখে অবিকল সেই কাপড় নকল করতে পারত। তবে তার বিনিময়ে তারা ভালো পারিশ্রমিক চাইত। আবার যে-কোনও কাপড়ের প্যাটার্ন পাল্টালে বা তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ (আয়তন) বাড়ালে তার জন্য তাদের অতিরিক্ত দাম দিতে হত। দাম না বাড়ালে তারা মোটেই এইকাজ করতে রাজি হত না।[৬] তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও এইসব তাঁতী ও রেশম শিল্পীরা সেই অর্থে অশিক্ষিত ছিল না, পারিবারিক শিক্ষায় বা ব্যবসায়িক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। তারা জানত কিভাবে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে বাজার দরের প্রয়োজনের ভিত্তিতে বা চাহিদা অনুযায়ী। তারা জানত কিভাবে বণিকদের সাথে দরাদরি করতে হবে নিজেদের লভ্যাংশ রেখে। ১৭৪৪ সালে কাশিমবাজারের দাদনি বণিকরা সেখনকার ইংরাজ কুঠিকে জানাল তারা 'লুঙ্গি রুমাল' (লুঙ্গির মতো চৌকো চৌকো চাপ)-এর জন্য তাঁতীদের সাথে চুক্তি করতে পারেনি কারণ তারা বলছে তার আগের বছর ঐ ধরনের রুমাল তৈরি করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তাই তারা এবছর অন্য ধরনের রুমাল তৈরি করবে যাতে বেশী লাভ হয়।[৭] ঐ বছরই দোসুতি তাঁতী-রা দোসুতি কাপড় (সস্তা সুতিরকাপড় নিখুঁত বুনতে বেশি সময়লাগত) বোনার বদলে গারা কাপড় (এক ধরনের সস্তা সুতির মোটা কাপড়) বুনতে ইচ্ছুক ছিল। কারণ তাদের মতে দোসুতি কাপড় বুনতে গারা কাপড়ের তুলনায় অনেক বেশি সময় লাগে এবং লভ্যাংশও অনেক কম থাকে।[৮] কিন্তু এই স্বাধীনতা কিছুটা বা সম্পূর্ণই শেষ হয়ে যায় পলাশী-উত্তর পর্বে।

প্রাক-পলাশী যুগে ঢাকার কাপড়ের বাজারের হালচাল কেমন ছিলতা ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট বেব-এর ১৭৮৯-তে লেখা চিঠি থেকে পরিষ্কার।[৯] কাপড় বেচার সময় তাঁতী ক্রেতাকে বলতে পারত, তুমি আমার কাপড়ের জন্য ন্যায্য মূল্য দিচ্ছ না, তাই আমার কাপড় তোমাকে বিক্রি করব না। অন্যদিকে ক্রেতা তাঁতীকে বলতে পারত- তুমি বড্ড বেশি

Scanned with CamScanner

দাম চাইছ। তুমি যদি দাম না কমাও তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে কাপড় কিনব না।[১০] অর্থাৎ দুপক্ষেরই স্বাধীনতা ছিল নিজের অভিমত ব্যক্ত করার। প্রাক-পলাশী যুগে সারা বাংলার চিত্রই একই রকম ছিল। পলাশী পরবর্তী যুগে যেসব অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ এবং তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বিদেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিল সেইসব অঞ্চলের তাঁতীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছিল। যেমন- ঢাকায়, কাশিমবাজারে, মালদহে, শান্তিপুরে। অন্যদিকে দমন নীতি ও একচেটিয়া ব্যবসা ক্রমশ বাড়তে লাগল, ফলে তাঁতীদের লাভের অংশে মধ্যস্থতাকারি বা দালাল বা পাইকারদের হস্তক্ষেপের মাত্রাও বাড়তে থাকলে। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকল। বোর্ড অব ট্রেডের কার্যবিবরণীর পরিসংখ্যান থেকেই এটা প্রমাণ হয়। ১৭৭৫ খ্রি. গুডউইন, লক্ষ্মীপুর এ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন।[১১] দালাল ও পাইকরার তাঁতীদের উপার্জনের একটা বড়ো অংশ নিত। পাশাপাশি রেসিডেন্ট বা চিফের অংশও ছিল। দালালদের ভাগের অংশ থেকেই তা দেওয়া হত। স্বভাবতই দালাল ও পাইকারদের নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা রেসিডেন্ট চিফ করছেন না যখন দালালরা তাঁতীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

১৭৬৯ সালের ডেনিস রিপোর্টে দেখানো হচ্ছে যে গারা কাপড়-এর বাজার চাহিদার ওপর তাঁতীদের উপার্জন নির্ভর করত।[১২] এই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে গারা তাঁতীর উপার্জন কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে— বছরের কীরকম সময়, সে সময় গারার বাজার কেমন, পরিবারের সাহায্য এবং তাঁতীর পরিশ্রম করার ক্ষমতা। তুলো বা সুতোর দামের ওঠাপড়ার ওপরও তাঁতীদের উপার্জনের হেরফের নির্ভর করত। তাঁতীদের উপার্জন যাইহোক না কেন সপ্তদশ শতকের শেষের দিকেই শুধু নয়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির রেকর্ডে তাঁতীদের দারিদ্রতার বহু উল্লেখ আছে।[১৩] তাঁতীদের দারিদ্রতা নিয়ে বহু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, তাঁতীরা 'হোমোজিনিয়াস' গোষ্ঠী ছিল না। তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিল— যেমন হেড-উইভার বা তাঁতী সর্দার, যার অধীনে অন্য তাঁতী ও শিক্ষানবিশ কাপড় বুনত। আবার ধনী সম্ভ্রান্ত তাঁতীও ছিল যারা নিজেদের মূলধন খাঁটিয়ে অন্য তাঁতীদের দিয়ে কাপড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করত। আর একদল যারা নিজেদের বাড়িতে বসে তাঁত বুনে সারা বছর কাটাত, কিন্তু প্রয়োজনে চাষি তাঁতীদের মতো তাঁত ছেড়ে চাষের কাজে নেমে পড়তে পারত না। সম্ভবত কোম্পানির দালাল বা দাদনি-দের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ত এবং দেনার দায়ে জড়িয়ে যেত।[১৪] তাঁতীদের বেশিরভাগই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সংকীর্ণ সামাজিক বিধিনিষেধ-এর গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল ফলে কাপড়ের দাদন নেওয়ার সময় বা কাপড় বিক্রি করার সময় দরকষাকষিতে তার সবরকম স্বাধীনতা থাকলেও সেটা সবসময় খুব একটা কার্যকর হত না। এই প্রসঙ্গে রবার্ট ওররম বলছেন যে, যে বছর সবকিছু স্বাভাবিক থাকে, কোনও রকম বিপর্যয় ইত্যাদি হয় না, সে বছর তাঁতি তার তাঁতে তৈরি কাপড় বিক্রি করে সংসার চালাতে পারত এবং তাতেই সে খুশি থাকত। কিন্তু দুঃসময়ের কথা সে ভাবত না, ভবিষ্যতের কথাও না।[১৫]

তাঁতী ছাড়াও বস্ত্রশিল্পের সাথে যুক্ত অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারিগর শ্রেণি হল সুতো কাটনি। শুধু চাষি বা তাঁতী বাড়ির মহিলারাই নয়, সমাজের সর্বস্তরে মহিলারাই সুতো কাটত। এমনকি ব্রাহ্মণ মহিলারাও সুতো কাটনি হিসেবে কাজ করত। এরা বেশিরভাগই গৃহকর্মের কাজে সেরে অথবা কাজের মধ্যে মধ্যে সময় বের করে সুতো কাটত। আংশিক সময়ের কাজ হিসাবে সুতো কাটনির কাজ করার পাশাপাশি অনেকেই ছিল যারা এটিকে পূর্ণ সময়ের কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যারা খুব দক্ষ সুতো কাটুনি, যারা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুতো তৈরি করত তারা সবাই এটাকে পূর্ণ সময়ের কাজ হিসেবেই নিত। তাদের বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য চাকর বা ঝি রাখত।[১৬] অষ্টাদশ শতকের শেষদিকেও এমন দক্ষ সুতো কাটুনিদের

Scanned with CamScanner

খুব চাহিদা ছিল। বড়ো বড়ো ধনী তাঁতীরা এদের কাছ থেকে সুতো কেনার জন্য অগ্রিম দিত। ১৭৯০ সালের একটি আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী একজন খুব দক্ষ সুতো কাটুনি মাসে তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারত। এক্ষেত্রে সম্ভবত সুতো কাটুনি পুরো সময়ের জন্যই সুতো কাটত।[১৭] সুতো কাটুনির আয় নির্ভর করত তার ব্যক্তিগত দক্ষতা ও কি ধরনের সুতো কাটতে পারে তার ওপর। এছাড়া কাসিদার, রিফুগার, ধোপা এরা ঠিকা হিসাবে কাজ করত।

প্রাক-পলাশী যুগের তুলনায় পলাসী উত্তর বাংলা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরদের অবস্থার যে অবনমন ঘটেছিল তার বর্ণনা অনেক ঐতিহাসিক-এর রচনায় বিশদ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইংরাজ কোম্পানির পলাশী বিজয়ের পর অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানি, কোম্পানির গোমস্তা, কর্মচারী সকলেই এক অদ্ভুত শোষণের রাজত্ব শুরু করেছিল যার ফলে বাংলার তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাদের ওপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা অনেক ঐতিহাসিকের গবেষণায় বিশদভাবে তুলেধরা হয়েছে।[১৮] হামিদা হোসেন দেখিয়েছেন ১৭৪৭ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে যখন বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন এবং তার আনুষঙ্গিক খরচ অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে, তখনও কিন্তু তাঁতীদের আয়ে আনুপাতিক কোনও বৃদ্ধি হয়নি। অন্যদিকে ঐ অন্তবর্তী সময় খাবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাঁতীর আয় দিয়ে তখন আর তার সংসার চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল।[১৯] সুতরাং একথা বলা যায় যে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় প্রথমার্ধে বা তারও আগে তাঁতী ও কাগিরদের আর্থিক অবস্থা অনেক বেশি ভালো ছিল।

মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ-এর একটি পাড়ার নাম বালুচর।[২০] বালুচর অঞ্চল যদিও তাঁত শিল্পীদের বসতিকেন্দ্র ছিল না তথাপি তাঁত শিল্পীদের শিল্পদ্রব্যের সবচেয়ে বড়ো আড়ত ও ব্যবসাকেন্দ্র ছিল এই বালুচর। তাঁতশিল্পের জন্য মুর্শিদাবাদের যে গ্রামগুলি স্মরণীয় তার মধ্যে প্রধান হল— বাহাদুরপুর, বেলিয়াপুকুর, বামডহর, রমনাপাড়া, রণসাগর, আমডহর, বাগডহর, আমাইপাড়া। বাহাদুরপুরের একজন প্রসিদ্ধ তাঁত শিল্পী ছিলেন দুবরাজাদাস চামার।[২১] অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ঢাকার তাঁত শিল্পীদের মতো মুর্শিদাবাদের বাহাদুরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীদের খ্যাতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা, জমিদার পরিবারের লোকজনের কাছে আভিজাত্য মানে ছিল বিলেতি বস্ত্রাদি ব্যবহার করা। তারা নিজের দেশের তাঁত শিল্পীদের শিল্পকর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাই অষ্টাদশ শতকে দ্বিতীয়ভাগ থেকে দুবরাজ দাস চামার বা গণকরের মৃত্যুঞ্জয় সরকারের মতো তাঁত শিল্পীদের শিল্পকর্মের ধারা ও বংশ উভয়ই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এই তাঁত শিল্পীদের বংশের বাতি আমরা নিজেরাই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছি এবং এই কাজে সোৎসাহে সাহায্য করেছে ব্রিটিশ শাসক বণিকরা।[২২] ডব্লিউ.ডব্লিউ.হান্টার যখন মুর্শিদাবাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট লিখিছিলেন, ১৮৭০-২৭ সালে, তখন বৃদ্ধ হলেও দুবরাজ দাস চামার কর্মক্ষম অবস্থায় জীবিত ছিলেন। দুবরাজের একমাত্র পুত্র নারায়ণ দাস-এর জীবনও অভাব অনটনে শেষ হয়েছিল। অন্যান্য বংশধররা তাঁত শিল্প ছেড়ে কেউ মিষ্টির দোকান, কেউ বা অন্য ব্যবসায় পেশা পরিবর্তন করেছিল। মুর্শিদাবাদের তাঁত শিল্পীদের জীবনের এই অনিবার্য পরিণতি তারা নিঃশব্দেই বরণ করে নিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জেলার তাঁতবস্ত্র শিল্প যে পুরোপুরি অবক্ষয়ের পথে তা শোনা যায় লোক মুখে প্রচলি ছড়ায়, লোকগানে ও প্রবচনে। এরকমই একটি প্রচলিত ছড়া ছিল—

তাঁতীর বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা।
খায় দায়, গান গায় তাই রে নাইরে না।।

Scanned with CamScanner

এতেই ফুটে ওঠে একটি কল্পচিত্র যার অর্থ এরকম যে তাঁতীর বাড়ি এখন একটি ধ্বংসস্তূপ সেখানে ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছানা অবাধে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।[২৩]

সূত্রনির্দেশ

১. নিখিলনাথ রায়, 'সোনার বাংলা', সাহিত্যলোক প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২।

২. তদেব, পৃ. ৩-৪

৩. তদেব, পৃ. ৪-৫।

৪. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা.), *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ*, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৩০১।

৫. Susil Choudhuri, *From Prosperity to Decline Eighteenth Century Bengal'*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 154.

৬. সুশীল চৌধুরী, *পৃথিবীর তাঁতঘর বাঙলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৩১-১৩২।

৭. তদেব, পৃ. ১৩২।

৮. তদেব, পৃ. ১৩২।

৯. N.K.Sinha, *The Economics History of Bengal*, Vol. I, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, 1965, p. 25.

১০. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিকক ইতিহাস : পলাশী থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত*, রিডার্স সার্ভিসেস, পৃ. ২৮

১১. Progs. Board of Trade, 3 October, 1775, Vol. V, P. 58

১২. Ole Feldbaeck, *Cloth Production in Bengal*, BPP, Vol. LXXXVI, July-Dec. 1967, p. 132

১৩. S. Chodhury, *Trade and Commercial Organization'*, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 23

১৪. Fact. Records, Dacca, vol. 3, Annex to consult, 17 Nov. 1759; 3 Nov. 1757

১৫. Robert Orme, *'Military Transactions'*, Vol. II, Sec. 1, Wingrave Publishers, London, 1778, p. 9.

১৬. N.K.Sinha, *The Economic History of Bengal'*, Vol. I, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, 1965, p. 184

১৭. Proceedings of the Boards of Trade, 2 July to 31 Aug, 1790, quoted in N.K.Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. I, Firma K.L.Mukhopadhyaya, Calcutta, 1965, P. 184.

১৮. N.K.Sinha, *The Economics History of Bengal*, Vol. I, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta 1965, pp. 157-81.

D.B.Mitra, *Cotton Weavers*, Firma K.L.Mukhopadhyaya, Calcutta, 1978, pp. 108-39

Scanned with CamScanner

Hameeda Hossain, *Company Weavers*, The University Press Limited, Dhaka, pp. 108-139.

১৯. Hameeda Hossain, *Company Weavers*, The University Press Limited, Dhaka, p. 61.

২০. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা.), *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬৪৮।

২১. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি তৃতীয় খণ্ড*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৫

২২. তদেব, পৃ. ৫৯।

২৩. সুশীল চৌধুরী, পৃথিবীর তাঁতঘর বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৬৭

১. C & B Abstr Vol 4 f 81 para 138; 24 Jan, 1735; f. 241, para 58,m 31c Dec. 1737

২. C & B Abstra, Vol. 17, f 129, 11 June 1744

৩. C & B Abstr. Vol. f. 151; 12 July 1744

৪. Quoted in N.K. Sinha, Economics History, Vol. I, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, 1965, p. 25

৫. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, বাংলাদেশর অর্থনৈতিক ইতিহাস : পলাশী থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রিডার সার্ভিস, পৃ. ২৮

৬. Progs Board of Trade, 3 October, 1775, Vol V, p. 58

৭. S. Chodhury, Trade and Commercial Organization, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 239

৮. Fact. Records, Dacca, Vol. 3, Annex to consult, 17 Nov. 1759, 3 Nov. 1757

৯. Robert Orme, Military Transactions, Vol. II, Sec. 1, p. 9

১০. N.K. Sinha, The Economic History of Bengal, Vol. 1, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, 1965, p. 184

১১. Proceedings of the Boards of Trade, 2 July to 31 Aug, 1790, quoted in N.K.Sinha, Economic Hisotry Vol. I, p. 184

১২. N.K. Sinha, Economics History, Vol. I, pp. 157-81; D.B.Mitra, Cotton Weavers, pp. 108-39

১৩. Hameeda Hossain, Company Weavers, p. 61

১৪. সুশীল চৌধুরী, পৃথিবী তাঁত ঘর : বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য, পৃ. ১৬৭

Scanned with CamScanner